সংবাদ

তারিখ ..24 NOV 2016...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৫...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র

কেউ পাস করেনি বা ভর্তি হয়নি এমন স্কুল-কলেজের অনুমোদন বাতিলের নির্দেশ

রাকিব উদ্দিন

যেসব কলেজে একাদশ শ্রেণীতে এবার কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি সেসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমোদন বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ২০১৬ সালে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী পাস করেনি সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সরকারের এই নির্দেশনার ফলে সারাদেশের দুই শতাধিক বেসরকারি স্কুল ও কলেজের অনুমোদন বাতিল হয়ে যাবে। বেকায়দায় পড়তে পারে নাম সর্বস্ব এবং শিক্ষা ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন স্কুল-কলেজগুলো। এছাড়াও এখন থেকে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না।

শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি থাকায় ভুঁইফোড় ও অপ্রয়োজনীয় বেসরকারি স্কুল-কলেজের লাগাম টানতেই নতুন পরিপত্র জারি করা হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, 'স্বজনপ্রীতি, তদবির ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে অতীতে অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন পেয়েছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও শিক্ষক-কর্মচারী না থাকায় ওইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে চায় না।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন সংবাদকে বলেন, 'এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রটি আমি এখনও দেখিনি। এটি হাতে পাওয়ার সঙ্গে শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষা : মন্ত্রণালয়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কলেজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।' তিনি জানান, 'এবার কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি এবং এইচএসসিতে কোন শিক্ষার্থী পাস করেনি- এমন কলেজের সংখ্যা একশ'র বেশি হবে। এছাড়াও ১০, ২০ ও ৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এমন কলেজও রয়েছে শতাধিক।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাউশি'র সংশ্লিষ্ট শাখার এক কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে বলেন, 'পরিপত্র যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। যেসব এমপিওভুক্ত স্কুল ও কলেজ থেকে কোন শিক্ষার্থী পাস করেনি, সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করে বর্তমানে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এমন কলেজ রয়েছে চার হাজার ৫৪৭টি। এসব কলেজে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে ১৯ লাখ ৬৫ হাজারের বেশি। আর গত ১১ মে প্রকাশিত ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু সারাদেশের কলেজে এবার ভর্তি হয়েছে প্রায় ১৪ লাখ ছাত্রছাত্রী। এতে দেখা যায়, কলেজে একাদশ শ্রেণীতে প্রায় সাত লাখ ১৫ হাজার আসন ফাঁকা রয়েছে।

এদিকে এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ৫৩টি স্কুল থেকে কোন ছাত্রছাত্রী পাস করেনি, ২০১৫ সালে যা ছিল ৪৭টি। আর এবার এইচএসসি পরীক্ষায় সারাদেশের ২৫টি কলেজ থেকে কেউ উত্তীর্ণ হয়নি, যা ২০১৫ সালে ছিল ৩৫টি।

পরিপত্রে যা আছে

'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিম্ন মাধ্যমিক এর পরবর্তী স্তরের অনুমোদন, নতুন কলেজ বা একাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি সংক্রান্ত' পরিপত্রটি গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি হয়।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) একেএম জাকির হোসেন ভূঞা স্বাক্ষরিত ওই পরিপত্রে বলা হয়েছে, 'উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতির পর শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অনুমোদন বাতিল এবং যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ২০১৬ সালে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী পাস করেনি সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করার বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক 'ইআইআইএন' (এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) প্রদান করবে না বলেও পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠদানের ক্ষেত্রে যেখানে প্রাপ্যতার তুলনায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি আছে সেখানে নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে না। তবে অনগ্রসর, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকার সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠদানের ক্ষেত্রে যেখানে প্রাপ্যতার তুলনায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম আছে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে' বলে পরিপত্রে বলা হয়েছে।

পরিপত্রে আরও বলা হয়েছে, 'যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে অনুমোদনপ্রাপ্ত সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।'